মুজিববনগরে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন

শুভ্রতা ছুঁয়ে থাকুক মননে, স্নিগ্ধ আলোয় জুড়িয়ে যায় দুচোখ,প্রাণের সঞ্চার উদ্বেলিত হোক নতুন বছরে।অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং সব অশুভ শক্তিকে বিদায় জানাতে বর্ণিল আয়োজন ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস এর নেতৃত্বে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সামনে গিয়ে শেষ হয় ।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় মুুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল, উপজেলা কৃষি অফিসার আঃ মোমিন, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দীন, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সহকারী স্টেশন অফিসার শাহাজাহানসহ শোভাযাত্রায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে বর্ণিল আয়োজন বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন

বর্ণিল আয়োজন ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন করা

হয়েছে।

বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রাটি শিল্পকলা মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম।

শোভাযাত্রায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম পিপি এম সেবা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লিউজা—উল—জান্নাহ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী, মেহেরপুর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের (ভারপ্রাপ্ত) উপপরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক প্রমুখ।

পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন

‘যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি, অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক’ পুরাতনকে পিছনে ফেলে বছর ঘুরে আবারও এসেছে পহেলা বৈশাখ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদে নানা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদযাপন করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৪ই এপ্রিল) সকালে বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় নববর্ষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান কমল, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মনিরুল ইসলাম সহ ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত সদস্যবৃন্দরা।

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উদযাপনের রীতি-নীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল। তিনি তার বক্তব্য বলেন, বামন্দী ইউনিয়ন সহ সারাদেশের সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাঙালি সাংস্কৃতির রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস। পহেলা বৈশাখ বাঙালির গৌরব ও ঐতিহ্যের সাথে সাদৃশ্য। তাই এদিনের গুরুত্ব অনেক। পহেলা বৈশাখের মাধ্যমে সকল বাঙালির ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকুক।

মেহেরপুরে উই হাটবাজারের উদ্বোধন

মেহেরপুরে We HatBazar এর উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে

মেহেরপুর বড়বাজার চৌরাস্তার মোড় চেম্বার অফ কমার্সের সামনে মানবী বুটিকসে We HatBazar এর উদ্বোধন করা হয়।

এক ঝাক নারীর উদ্যোক্তা সমন্বয়ে We HatBazar আজ থেকে পথ চলা শুরু করল নারীর উদ্যোক্তারা হলেন ফারজানা জেসমিন, রাহাতুল নেছা, খালেছা আক্তার টুসি, আশরাফিয়া আফরোজ, রেহানা মান্নান, এঞ্জেল মিলি, প্রত্যাশা পাল, আনজুম লাকি, তাসমিম রুশদি, মাহফুজা খাতুন, সেলিনা খাতুন সহ আরও আনেকেই।

We HatBazar যেসব পণ্য পাওয়া যাবে তাহলে জবের ছাতু, উৎকৃষ্ট মুড়ি, থ্রি মিক্সড আটা, চিয়া সীড, জিংক চাল, মরিঙ্গা পাউডার, উৎকৃষ্ট স্পেশাল মসলা, বিভিন্ন ধরনের মধু, বিভিন্ন ধরনের আচার, বটিক থ্রি পিস, বাচ্চাদের ড্রেস, হাতের কাজের ড্রেস ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যাবে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রবাস ফেরতের মৃত্যু

গরুর গোয়াল ঘরে বিদ্যুতের লাইন টানতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন দুবাই প্রবাস ফেরৎ হাবিবুর রহমান (৪৫)। নিহত হাবিবুর রহমান গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের বিজিবি ক্যাম্প পাড়া এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে।

আজ শুক্রবার (১৪ এপ্রিল) বেলা ১০ টার সময় বাড়িতে গোয়াল ঘরের বিদ্যুতের লাইন টানতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত হাবিবুর রহমানের বড় ভাই হাফিজুর রহমান বলেন, বাড়ির পাশে নিজের গরুর জন্য গোয়াল ঘর ঘরের জন্য বিদ্যুতের তার টানাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন হাবিবুর রহমান। তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃতু ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, হাবিবুর প্রবাস থেকে ফিরে এসে টাইলস ও রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন। আবারও বিদেশ যাওয়ার জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক আবীর হাসান বলেন, হাসসপাতালে আসার আগেই মারা গেছেন তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, খবর পেয়ে উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন মিয়া ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের প্রাথমিক সুরোতহাল নিয়েছে।

মেহেরপুরের বিপনি বিতানগুলোতে চলছে শেষ মূহুর্তের বিকিকিনি

বৈশ্যিক সমস্যা করোনার কারণে সারাদেশের ন্যায় গত দুই বছর থমকে যাওয়া মেহেরপুরের ঈদ বাজার এখন জমজমাট বিকিকিনি। বিপনী বিতানগুলোতে সকাল থেকে গভীর রাত অবধি চলছে বেচাকেনা।

ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে নানা রঙের আলোয় সেজেছে বিপণি বিতান গুলো। জমে উঠেছে কেনাবেচা। ২১ টি রোজার পার হলেও যেনো ক্রেতাদের ভীড় কমছেনা। পছন্দের পোশাক কিনতে জেলা ও উপজেলা শহরে ভিড় করছেন ক্রেতারা।

শুধু পোশাকের দোকান নয়, ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জমে উঠেছে কসমেটিক্স দোকানগুলোতে। তবে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের উভয়ই একই অভিযোগ আগের তুলনায় সকল পণ্যের দাম বেশি।

বিক্রেতারা বলছেন, গত দুই বছর করোনা কারণে দোকানে তেমন ব্যবসা করা যায়নি। এ বছর পুরোদমে ব্যবসা করতে পারছেন তারা। দ্রব্যমূল্যের দাম বেশি হওয়াই কিছুটা ব্যবসা কম হচ্ছে, এরপরও খুশি তারা।

ফাহাদ তার নানি ও মায়ের সাথে মেহেরপুর শহরে এসেছে ঈদের মার্কেট করতে। ফাহাদের মা ফাহমিদা বলেন, ছেলে একটা প্যান্ট এবং শার্ট দেখে খুব পছন্দ করেছিল। ছেলেকে পরিয়ে দিই শরীরে ফিটিং হয়েছে কিনা। তার খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু সেই প্যান্ট এবং শার্ট অবশেষে বেশি দামে কিনে নিতে হয়েছে।

রাজাপুর গ্রামের সীমা খাতুন এসেছে মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকার হাজী রাবেয়া মার্কেটে। তিনি বলেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরে সব কিছুর দাম বেশি। আমার দুই ছেলে মেয়ের পছন্দমত জামা কাপড় কিনতে গিয়ে ১০ হাজার টাকা মত খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নিজেদের জন্য সেই ভাবে কিছু কিনতে পারিনি।

সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আলফাজ উদ্দীন এসেছেন ঈদ মার্কেট করতে। অনেক বিপনি বিতানে ঘুরে কাহিল হয়ে পড়েছেন। অবশেষে বড় বাজারে এসেছেন কিছু কিনবে বলে। তিনি বলেন জামা প্যান্ট নেওয়ার জন্য বিভিন্ন দোকান ঘুরছি গত বছরের তুলনায় এ বছরে কাপড়ের দাম অনেক বেশি বলছে।

দারিয়াপুর গ্রামের আব্দুর রহমান ও সাবান আলী বলেন, ‘এ বছর পোশাকের আমদানি বেশি হলেও জিনিসের দাম একটু বেশি। দাম কিছুটা কম হলে, ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকত।’

পাটিপাতা কিডস এর স্বত্বাধিকার আতিক বলেন গতবারের তুলনায় মালামাল আমাদের বেশি রেটে কেনা পড়ছে। আমরা তুলনামূলক লাভ কম করে কাস্টমারকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষ পাঁচটার জায়গায় দুইটা বা একটা কাপড় কিনছে। আমার কাপড়টা যেন আটকিয়ে না যায় সেজন্য কম লাভে দিয়ে দিচ্ছি।

হোটেল বাজার মাফীন ফ্যাশানের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আলী বলেন, প্রতিটা জামাকাপড়ের উপর ২০০ টাকা হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি গত ঈদের যে পরিমাণ মালামাল দোকানে তুলেছিলাম এবার সেই পরিমাণ মালামাল যদি আবার দোকানে তুলি তাহলে আমার এক্সটা ২ লক্ষ টাকা আরো বেশি লাগবে। তিনি আরো বলেন যে গত বৃহস্পতিবার থেকে কাস্টমাররা ঈদের কেনাকাটা শুরু করেছে। তবে অতিরিক্ত গরমে বেশিরভাগ কাস্টমার বিকেলে এবং ইফতারের পরে আসছেন।

বড় বাজার তানহা কসমেটিক্স এন্ড ফ্যাশান এর স্বত্বাধিকারী আবু তৈয়ব বলেন, বঙ্গবাজার দুর্ঘটনার প্রভাব আমাদের মেহেরপুরেও পড়েছে। যার কারণে প্রতিটি পোশাকের দাম একটু বেশি। তাছাড়া কাস্টমাররা সবসময়ই দোকানে আসছে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক কিনছে।

কাথুলি রোডে সোনিয়া স্টোরের স্বত্বাধিকারী মোঃ সামিউল ইসলাম ডালিম বলেন, সকল প্রকার প্রসাধনীর উপর ১০ থেকে ১৫ টাকা হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় কসমেটিকসের পণ্য কিনতে আসা এক গ্রাহক বলেন আমি কিছুদিন আগে আমি কসমেটিক্সের এই পণ্যটা ৬০ টাকা করে

কিনেছি সেই পণ্যটা এখন ৭০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, ‘প্রতিটি মার্কেটেই সাদা পোশাকে পুলিশ থাকছে। বেশি সদস্য বাড়িয়ে ভ্রাম্যমাণ টিম মাঠে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রিতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। আগামী দিনেও নিশ্চিন্তে মানুষ ঈদের বাজার করতে পারবে।’

গাংনীর বাওট বাধাগ্রস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রি বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রি বিতরণ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঈদ উপহার সামগ্রি বিতরণ করা হয়।

রুরাল রিকন্ট্রাকশন সেন্টার(সিআরসি) কর্তৃক আয়োজিত ঈদ সামগ্রি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহমেদ। এসময় সিআরসি ও বিদ্যালয়ের পরিচালক এনামুল হকসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিথ ছিলেন।

প্রতি বছরের ন্যায় এবার ঈদের আগে ঈদ উপহার সামগ্রি পেয়ে খুশিতে বাড়ি ফেরেন প্রতিবন্ধী শিশু ও তার অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রি বিতরণ করা হয়। এসময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফএর চাউল বিতরণ

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে ভিজিএফএর চাউল বিতরন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে চাঊল বিতরণের উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় মানুষের মাঝে সুষ্ঠ ও সমভাবে চাউল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ। ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ৭ হাজার ২৬জন উপকারভোগীদের মাঝে সরকারি এই খাদ্য সহায়তা ভিজিএফ বিতরণ করা হবে।

এসময় ইউপি সচিব, ট্যাগ অফিসার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারি শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন আহম্মেদ, স্থানীয় ইউপি সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে চাউল না দিয়ে কার্ড ছিড়ে দিলেন ডিলার

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের সিমা খাতুন নামের এক উপকার ভোগীর সরকারী খাদ্যবন্ধব কর্মসুচির কার্ডে চাউল না দিয়ে কার্ড ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে কর্মসুচীর ডিলার আব্দুস সবুর ইলিয়াসের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার সময় খাদ্যবান্ধব কর্মসুচীর কার্ডে চাউল উত্তোলনের সময় কার্ড ছিড়ে ফেলার ঘটনা ঘটে। পরে ছেড়া কার্ডের টুকরোগুলোও সযত্নে গুছিয়ে

চাইল না দিতে পারলে তিন শতাধিক মানুষ কষ্ট পাবে এমন ভেবে মারুফকে বার বার অনুরোধ করি। তবুও সে কাজে আসেনি। িএ নয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, বর্তমান জনবান্ধব সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে দুস্থ অসহায় মানুষকে খাদ্য সহায়তা করে চলেছেন। এটি বিশ্বব্যাপী সরকারের সফলতা। আর এই কার্যক্রমকে যদি কোন ডিলার বাধাগ্রস্থ কেও তার বিরুদ্ধে লাইসেন্স বাতিলসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থঅ নেয়া হবে। তিনি আরও জানান, ঘটনাটি আমি শূনেছি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমার কাছে সিমা খাতুনকে পাঠিয়েছিলেন। আমি এ বিষয় নিয়ে পরিষদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবো।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ইশরাত জাহান জানান, ডিলার যদি কোন উপকার ভোগীর কার্ড ছিড়ে ফেলে সেটি কঠিন অপরাধ। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে ডিলঅরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু জানান, সিমা খাতুন নামের একজন নারী আমার কাছে এসে ডিলারের বিরুদ্ধে কার্ড ছিড়ে দেয়ার অভিযোগ করেছেন। আমি তাৎক্ষণিক স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবকে বিষয়টি তদন্ত করে লিখিত প্রতিবেদন দিতে বলেছি। প্রতিবেদন পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাটি বহনকারির জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে গ্রামীণ সড়কে ভারী যানবাহন চালিয়ে মাটি পরিবহন করায় মোঃ কালু মিয়া নামের একজনকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। কালু মিয়া আলমডাঙ্গা থানার উসলামপুর গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে।

বুধবার বেলা ১১ টার সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার(ভুমি) নাদির হোসেন

শামীম।

আদালত পরিচালনা কারি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামীম জানান, গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামে মাটি কেটে ভাটায় নিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইট প্রস্তত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর ৫(৪) ও ১৫ ধারায় তাকে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।